প্রথম আলো

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জবিতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনা

সাত ছাত্রের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা ফের তিন সাংবাদিককে মারধর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত সাত ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কোতোয়ালি থানা পুলিশ। গতকাল সকালে গ্রেফতারকৃতদের কোর্টে উঠানো হয়। পরে বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে কোর্ট তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। এদিকে গতকাল (বুধবার) ক্যাম্পাসে সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গেলে পুলিশী হামলার শিকার হন তিন সাংবাদিক। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদেরও পুলিশের হাতে হয়রানির শিকার হতে হয়। এ সময় কয়েকজন ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করে পুলিশ। অজ্ঞাত আসামী করে মামলা করায় ক্যাম্পাসের-আশপাশে থাকা মেসগুলোর শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রেফতার আতঙ্ক বিরাজ করছে। এরই মধ্যে অনেকেই গ্রামের বাড়ীতে চলে গেছেন বলে জানা যায়। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া ১২টি হল পুনরুদ্ধারের দাবীতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনায় সেদিন সাত শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কোতোয়ালি থানার এসআই মিজানুর রহমান বাদী হয়ে মামলা করেন। গ্রেফতারকৃতদের কোর্টে চালান করে পুলিশ। পরে বিকেলে ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুর রহিম তাদের জামিনের আদেশ প্রদান করেন। গ্রেফতারকৃতদের সঙ্গে আলাপকালে তারা ইনকিলাবকে বলেন, তাদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে ব্যাপক নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতনকালে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আব্দুল মান্নাফের হাত ভেঙে গেছে বলে জানা যায়। তার শারীরিক অবস্থা গুরুতর। গ্রেফতারকৃতরা অনেকেই সংঘর্ষের সাথে জড়িত ছিল না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার কারণে সুমনা হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করে দু'জন শিক্ষার্থীকে। এদিকে, গতকাল বুধবার সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গেলে পুলিশী হামলার শিকার হন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা (ভোরের কাগজ), এম মামুন হোসেন (যায়যায়দিন) এবং সাদিকুল ইসলাম শন্টু (যুগান্তর)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসের সর্বশেষ সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য প্রবেশ করতে চাইলে কোতোয়ালি থানার এসআই তোবারক হোসেন ওই তিন সাংবাদিককে ঘাড় ধরে বের করে লাঠিপেটা করেন। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় জবি সাংবাদিক সমিতির সভাপতিকে সুমনা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ওই ঘটনার প্রতিবাদ করলে প্রথম আলোর সংবাদদাতা শুভংকর শুভকে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রেফতার করার হুমকি দেন। সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার পাদদেশে কালো ব্যাজ ধারণ করে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি। জাবি, রাবি, চবি, ইবি, শাবি, শেকৃবি, বাকৃবি সাংবাদিক সমিতি এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদস্বরূপ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। তারা অবিলম্বে দোষী পুলিশ তোবারকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করে। এছাড়া বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও ওই ঘটনার নিন্দা জানায়। তাছাড়া জাসদ ছাত্রলীগের জবি শাখার সাবেক ও বর্তমান নেতারা যুক্ত বিবৃতিতে পুলিশী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সাংবাদিকদের ওপর হামলার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. আবু হোসেন সিদ্দিক পুলিশের আইজি বরাবর প্রতিবাদলিপি প্রদান করবেন বলে জানিয়েছেন।

ঢাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ওপর হামলার প্রতিবাদে গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। বেলা ১২টার সময় ক্যাম্পাসের মধুর ক্যান্টিন থেকে তারা বিক্ষোভ মিছিল বের করে ক্যাম্পাসের সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে। সমাবেশে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা তাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য কর্মসূচী পালন করে আসছিল। কিন্তু উস্কানিতে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়ে অর্ধ শতাধিক ছাত্রকে আহত করে। আহত ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ ও হামলাকারী পুলিশ সদস্যদের বিচার দাবী করে নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতা মাহবুব ইমরান, মেহেদী হাসান তমাল, মহিউদ্দিন লিটন, সৈকত মল্লিক, মলয় সরকার, তপু রায়হান প্রমুখ। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার জগন্নাথের শিক্ষার্থীরা হল দখলমুক্ত করার দাবীতে কর্মসূচীতে পুলিশের হামলায় ৫০ জন আহত হয়।